ঈদ মোবারক

রৌদ্রের বৃক্ষটি

ম. মী জা নু র র হ মা ন

এখন আমি অবাক হয়ে একটি বৃক্ষকে দেখি
মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে আমার সামনে।
শাখাগুলো তার নাচের মুদ্রায় দুলে দুলে কি
ঝিকিমিকি রৌদ্রে নিত্যানন্দ সুর তোলে গানে?
বাতাসেতে নেচে নেচে ওঠে তার পত্রপল্লবেরা
উজ্জ্বল রৌদ্রের আলোভরা আপন প্রাঙ্গণে।
শুভ্র-লাল হৃদয়ের কণা মিশে সবুজের বনে
আলো আর ছায়ায় ছায়ায় কি খেলা করে তারা?
সূর্যের মোহনীয় সোনা রূপ গলে গলে ঝরে
সারাটা দুপুর জুড়ে রমণীয় আলো দেয় ভরে।

মহাকাব্যিক কাজলে

ফ জ লু ল হ ক তু হি ন

প্রকৃতির সাথে তীব্র আত্মীয়তা আমার শৈশব থেকে
জীবনের প্রতিটি উপমা খুঁজেছি, পেয়েছি তার কাছে।
দুঃখে-ব্যথায়-দুঃস্বপ্নে, সুখে-আনন্দে-সৃষ্টিতে প্রতিক্ষণে,
আশ্রয়-নির্ভর-পটভূমি হয়ে আমি চেয়েছি জীবনে।
কিন্তু কি যে হলো, তার সাথে পরিচয়ে, প্রথম প্রণয়ে
আর এক মানুষী প্রকৃতি, প্রকৃতির আড়ালে জেগেছে;
মন রোদের রাজত্বে তার কাছে প্রশান্তি পেয়েছে,
বহুদূর পথ হেঁটে এই কবি সত্যি ফিরেছে আলয়ে
আমি তোমার জগতে সুখ-স্বপ্ন-ছায়া, তৃষ্ণা-প্রেম-কাম
সবকিছু পেয়ে ফরহাদ হয়ে যাবো। গ্রীষ্ম ও বসন্তে
শরতে ও শীতে, আমি তোমার সবুজ আঁচলে আশ্রয় পেয়ে
সৃষ্টিসুখে দু'চোখ সাজিয়ে দেবো মহাকাব্যিক কাজলে।

কবিতা

বিকেলের রোদে

চৌ ধু রী ফে র দৌ স

বিকেলের রোদে একদিন আমি চুমুক দিচ্ছি ব্যাকুল
ঝুলবারান্দা সৎকারহীন সোনালি কফিন;
জলভরা চোখে আকাশের নীলে তাকাতে আলতো উদাস
দেখি কিলবিল একঝাঁক দিন যেন সাদা বকঃ
ফক-ফক-ফক ফক-ফক-ফক ফক-ফক-ফক...
বকের ডানার চটকানা লেগে আমার টবের গোলাপ
ছড়িয়ে পড়ল তপ্ত তরল কফির পাত্রে;
মনে পড়ে গেল, এক যুবতীর বিমুখ ঝামটা খেয়েই
খোঁপা খুলে তার অমাবতী রাত চমকাল সে কী
ঝিকিমিকিঝিকি ঝিকিমিকিঝিকি ঝিকিমিকিঝিকি...

চাঁদের অপ্রেম আক্রমন

রো কে য়া ই স লা ম

তারার আটপৌরে সংসারে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন চাঁদ
আমন্ত্রণসংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে দ্বিপাক্ষিক রুদ্ধদ্বার বৈঠকে
আমার সাথে এই আমি একাধিকবার
উভয়পক্ষই সংবেদনশীল সচেতন এবং সোচ্চার
যাই হোক ঐক্যমতে প্রাধান্য না যাওয়া
চাঁদ আপনার আমন্ত্রণ বৃথা হলো বলে
ক্ষুণ্ণ অভিমানী রাগান্বিত হলেন কিছুটা ভঙ্গুর
কোনটাই না হলে অপাংক্তেয় আমি ব্যর্থ একেবারে
তবুও কথা থেকে যায় যা আলোচনাযোগ্য নয়
আপনি বৃষ্টি মেঘের সিদ্ধান্তে অটল
আমি সবিনয়ে জানাতে চাই
অপ্রকাশিত প্রেমই কখনও অপ্রেম হয়ে যায়।

একমুঠো বৃষ্টি দাও

শি রি ন সু ল তা না

শরৎ এর ভেজা পথে
দৃপ্ত পায়ে হাঁটতে হাঁটতে
নগ্নতার কাঁচা স্মৃতিগুলো ভাসিয়ে নিয়ে যাও
ওগো ব্যস্ততার সোনালি বিশ্বস্ত সহচর।
আর একবার দিয়ে যাও
একমুঠো বৃষ্টি আর একটি সবুজ ভোর।
যে সবুজের সবুজ রক্তে ফুটে উঠবে
শুদ্ধতার ব্যাকুল আবেদন
এই নগ্ন সভ্যতার দ্বারে।
একমুঠো বৃষ্টি দাও।
যে বৃষ্টি বাসী ফুলের কান্নার মতো ঝরে
ভাসিয়ে নিয়ে যাবে সকল অশুদ্ধতা
মাতাল বাতাসে ভিজিয়ে দেবে
বিকেলের মসৃণ ভেজাপট আরো।

তারপর!
সতেজ বাতাসে আশার আলো উঠুক জেগে
উদিত হোক একখন্ড রুপালি চাঁদ
জং ধরা পৃথিবীর বিছানাজুড়ে
আর একবার একমুঠো বৃষ্টি দাও
বৃষ্টি দাও।

পড়ন্ত বেলার কাব্য

আ ই উ ব সৈ য় দ

খিড়কি খুলতেই
ফুড়ুৎ করে উড়ে যায়
অযত্নে অরক্ষিত স্বপ্ন,
নামগোত্রহারা
আবেগের স্মৃতিও।

আউলা বাতাসে
অন্যরকম স্পর্শ রেখে
শৈবাল কুড়ানো ব্যঞ্জনায়

ভূত-ভবিষ্যৎ...? অচেনা নক্ষত্র।
খসে পড়ে আলো-মুগ্ধ
হারিয়ে ফেলি উৎস,
ঘামের চিকচিক চিহ্নের স্তূপ
সেই থেকে ঘুরপাক ঘরে।

২.
কুমিল্লাকে বুঝি না ভালো
দীঘির দার্শনিক সুরও না...
তিন সত্যির উছাড়ি-পিছাড়ি হয়ে,
চতুর্দিকে কাঁদে,
বেভুল নজরানা নিয়ে আমি
ক্রমশ অসুস্থ।
ঝুপঝাপ জীবনের অচিন বেহায়া ছোঁয়া
রাতজাগানিয়া দহনে, অঘোর নিয়মে কাতরায়,
ফেরাতে পারেনি...

আমি অনাদৃত ভূমি
রৌদ্রময় ঘামে হেঁটে কুমিল্লাকে দেখি।
বিক্ষিপ্ত স্পন্দনে খেরোপাতার উপকণ্ঠে
থেতলে যায় বাহুলগ্ন হাসি।

নজরুল হাবিবীর কবিতা

ঈদ মোবারক ওয়াসসালাম

খোশ আমদেদ ঈদ মোবারক ওয়াসসালাম
বিশ্বকে দিয়েছ তুমি রাহমাতের খোশ কালাম
ঈদ মোবারক ওয়াসসালাম।।
খোশ আমদেদ ঈদ মোবারক ওয়াসসালাম।

খুশির ঢেউ খেলে যায় দূর মদীনায়
হরষে মিলছে সবাই সিনায় সিনায়
আধাঁর ধরায় আনলো ধরে মাগফিরাত-পয়গাম।।

দুনিয়ায় এক জামাত আজ পাপী, নেকী
জান্নাত, জাহান্নাম আজ প্রেমের সাকী
আমির, ফকির নাই ভেদাভেদ বলিছে ইসলাম।।

আজিকে নাই শ্রেণী-ভেদ ধর্মে, জাতে
সবাই পাবে আট বেহেস্তি শিরণী পাতে,
হাবিবী কয়, ঈদ মানে বিশ্ব মিলন ধাম।।

২২.১০.'০৯ ইংরেজী, লন্ডন।

রুমঝুম ঝুম নামিছে ঈদের বন্যা

রুমঝুম ঝুম নামিছে ঈদের বন্যা
শত আনন্দের শত বর্ণের বর্ণা।।
রুমঝুম ঝুম

আকাশে তারা হাসে ঝিলিমিলি
বাতাসে ফাগুন ভাসে পাপড়ি খুলি,
বৃক্ষে ধরে ঈদের স্বর্ণা।।

স্বর্গের সব দরজা খোলা আজি
রিদওয়ান, হুরী, পরী নাচে সাজি
হাবিয়ায় বহে হরষ বন্যা।।

ফেরেস্তা কয় মানবে, 'ঈদ মুবারক'
শওগাত পাঠান ভবে খোদ খোদা হক,
হাবিবীর বুকেতে দেয় ধর্না।।
রুমঝুম ঝুম.. ।।

(আমার ছেলে হামিমের ৫ম জন্মদিন উপলক্ষে লেখা)।

জোছনা বা ঝাউবন

কা জী সো হে ল

নির্মেঘ আকাশে তারার কাঁথা সেলাই
ঢেউয়ের চুমোয় চুমোয় মাতোয়ারা সৈকত
জোছনা রাত্তিরে একলা শুনছি
সাগরের বিরহ সঙ্গীত, একটানা।

প্রিয় সিগারেটে স্মৃতির আগুন জেলে
আমিও নক্ষত্র হয়ে যাই
আমিও প্রকৃতি হয়ে যাই
নরোম বালির বিছানায় আকাশের মুখোমুখি
সমস্ত অস্তিত্বে টের পাই উর্মি-মাতম
ছোট ঢেউ, আরো ঢেউ, কখনো প্রবল
জলোচ্ছাস
স্মৃতির উল্লাসে, কান্নায় চুরমার উপকূল
অবিরাম।

নাগরিক রোজনামচার একঘেয়ে বায়স্কোপ
যেন কোনো বিস্মৃত জন্মের কথা
এ জন্মের আমি
প্রকৃতি জোছনা বালুচর
নিদেন পক্ষে ঝাউবন
মানুষ নই কিছুতেই।